একটি শান্তির বাণী
এবং
এক হুঁশিয়ারী

লেখক
হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহ.)
বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৃতীয় খলীফা

একটি শান্তির বাণী
এবং
এক হুঁশিয়ারী

হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহ.)
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তৃতীয় খলীফা

প্রকাশনায় :
নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, পাঞ্জাব

পুস্তকের নাম	ঃ	একটি শান্তির বাণী এবং এক হুঁশিয়ারী
Title	:	Ekti shantir bani ebong ek hushiary
লেখক	ঃ	হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহ.)
Author	:	Hadhrat Mirza Nasir Ahmad Khalifatul Masih-III (Rh.)
ভাষান্তর	ঃ	শাহ মুস্তাফিজুর রহমান
Translation	:	Shah Mustafizur Rahman
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব
Published by	:	Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab
সংস্করণ	ঃ	জুলাই, ২০২২, বাংলা (ভারত)
1st Edition	:	July, 2022 Bengali (India)
সংখ্যা	ঃ	৫০০
Copies	:	500
সম্পাদনায়	ঃ	বাংলা ডেস্ক, ভারত
Edited by	:	Bangla Desk, India
মূদ্রণে	ঃ	ফযল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব
Printed at	:	Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ তৃতীয় (রাহ.) তাঁর ইউরোপ সফরকালে ২৮ জুলাই ১৯৬৭ ইং তারিখে লন্ডনের ওয়ান্ডস্ ওয়ার্থ টাউন হলে একটি আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহাসিক ভাষন প্রদান করেন। যেখানে তিনি বিশ্ববাসীকে মানব জাতির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় এবং যুদ্ধ থেকে সাবধান করেছেন। সেই সাথে দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি এই সুসংবাদও প্রদান করেছেন যে মানুষ যদি অনুশোচনা এবং ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা স্বীয় প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর নির্দেশাবলীকে মান্য করে চলে তবে আসন্ন বিপদাবলী এবং ধ্বংস থেকে সে পরিত্রান পেতে পারে। অতএব দরকার শুধু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত যুগ ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে খোদা তাআলার স্মরণাপন্ন হয়ে আসন্ন এই বিপদাবলী থেকে মুক্তি লাভ করা।

এই বক্তৃতায় হুযুর (রাহ.) আহমদীয়াতের স্বর্ণালী এবং উজ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও অবগত করেছেন। পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ সর্বপ্রথম বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। নবরূপে পুস্তিকাটির কম্পোজ এবং রিভিউ করেছেন বুশরা হামীদ সাহেবা। পরিমার্জনা এবং সম্পাদনা করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান। প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন সাজিদা খাতুন সাহেবা।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল্ মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর অনুমোদনে পুস্তিকাটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ্ তাআলা পুস্তিকাটিকে মানবকল্যানে সহায়ক সাব্যস্ত করে তুলুন। আমীন।

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়াত

জুলাই ২০২২
কাদিয়ান

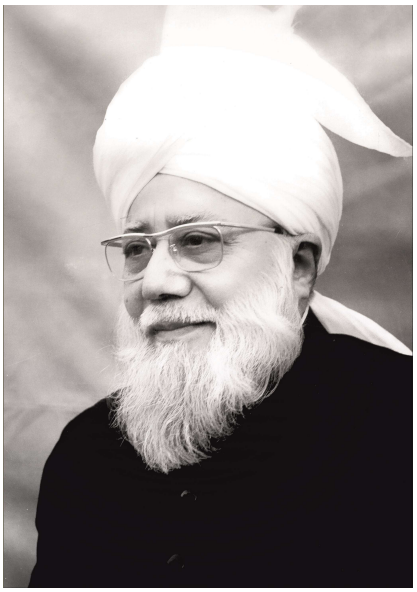

নিলিখ-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (রাহ.)-কে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৮শে জুলাই, ১৯৬৭ ইং তারিখে লন্ডনের ওয়ান্ডস্ ওয়ার্থ টাউন হলে। এই মহতী সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শহরের লর্ড মেয়র। সভায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনেক গন্যমান্য সদস্য, বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বহু বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় হযরত মির্যা সাহেব (রাহ.) এক আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। তাঁর সেই ইংরেজি ভাষণের বাংলা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল, যাতে সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে, বিশেষ করে ইউরোপবাসীদের জন্য।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

اشھد ان لا الہ الّا اللہ وحدہ لا شریک لہٗ

و اشھد انّ محمداً عبدہٗ و رسولہٗ

امّا بعد فاعوذ باللہ من الشّیطٰن الرّجیم

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعَالَمِیۡنَ ○ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○ مَالِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ○

اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ○ اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ○ صِرَاطَ

الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ○

ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের ইমাম হিসেবে আমি এক আধ্যাত্মিক পদে অধিষ্ঠিত। এই আধ্যাত্মিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে আমার প্রতি এমন কিছু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, যা পালন করা থেকে অব্যাহতি লাভের এখতিয়ার আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত নেই। আমার এই দায়িত্বাবলীর আওতাভুক্ত আমার মত প্রতিটি মানুষ, এবং এইরূপ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কারণে, তাদের প্রত্যেকেই আমার আপন জন।

ভদ্রমহোদয়গণ! বর্তমান সময়ে মানবজাতি ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রেক্ষিতে, **সময়োপযোগী এক বাণী আমি বহন**

করে এনেছি আপনাদের জন্য, আমার প্রতিটি ভাইয়ের জন্য। সভার উপলক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপে পেশ করতে চাইঃ

আমার বাণী মানবজাতির জন্য শান্তির ও মৈত্রীর বাণী, আশার বাণী। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং বিষয়টি নিয়ে খোলা মনে এবং সচেতনভাবে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করবেন।

মানব-ইতিহাসে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। এই বৎসর উত্তর ভারতের এক অখ্যাত পল্লীগ্রাম কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণ করে এক শিশু। এই শিশুর পিতৃপুরুষ পুরুষানুক্রমে শাসন করে আসছিল কাদিয়ান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ বিপুল প্রতাপের সাথে। কিন্তু কালের প্রবাহে এই মহান পরিবার দুঃখের দিনে পতিত হয় এবং তার গৌরব বহুলাংশে ক্ষুণ্ন হয়।

যে শিশু সেদিন জন্ম নিয়েছিল, সে কোন সাধারণ শিশু ছিল না। তকদীর ছিল এটাই যে, তার হাত দিয়েই সংঘটিত হবে এক মহান বিপ্লব-সে বিপ্লব আধ্যাত্মিক জগতের এবং জড়জগতেরও। বাপ-মা তার নাম রেখেছিল গোলাম আহমদ। উত্তরকালে তিনি পৃথিবীতে পরিচিত হন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নামে। তাঁকে মসীহ ও মাহদীরূপে নিয়োজিত করেন আল্লাহ্‌তাআলা।

পারিবারিক দলীল-পত্র থেকে জানা যায়, তিনি ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ ইং তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন ছিল অজ্ঞতার যুগ। তখন, ভারতের ঐ এলাকায় লেখাপড়ার চর্চা ছিল না বললেই চলে।

খুব নগণ্য সংখ্যক লোকে লিখতে পড়তে পারতো। অনেক সময় পড়তে জানা লোকের অভাবে চিঠিপত্র অপঠিত থেকে যেত। শিশুটির লেখাপড়ার জন্য যে কয়েকজন গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁরাও খুব বেশী শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁরা তাঁকে কুরআন শরীফ মাত্র নাজেরা পড়তে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু এই পবিত্র গ্রন্থের অর্থ ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদির প্রাথমিক জ্ঞান দান করারও যোগ্যতা তাদের ছিল না। তারা তাঁকে আরবী ও ফার্সী ভাষারও মাত্র প্রাথমিক শিক্ষাই দিয়েছিলেন। এই দুটি ভাষা তিনি পড়তে পারতেন বটে, কিন্তু, এগুলিতে কোনও বুৎপত্তি তাঁর তখনও জন্মেনি। পিতা ছিলেন তাঁর এক বিখ্যাত চিকিৎসক এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে দেশী চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছু গ্রন্থাদিও তিনি পাঠ করেছিলেন। এবং এটাই ছিল তাঁর সাকল্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।

তবে, এটা ঠিক যে, তিনি পড়তে ভালবাসতেন। এবং পিতার লাইব্রেরীতে বসে বসে প্রায় সময় বই-পুস্তক পাঠেই নিমগ্ন থাকতেন। কিন্তু সেকালে বিদ্যার্জনের বা পান্ডিত্যের কোন কদর ছিল না। তাই, পিতা চেয়েছিলেন যে, ছেলে তাঁকে বিষয়-আশয় দেখাশোনা ও দেনদরবারের কাজে সাহায্য করুক, এবং এসব বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠুক, সমাজে প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করুক। এজন্য, তিনি ছেলেকে পড়াশুনা থেকে নিরস্ত রাখারই চেষ্টা করতেন। এবং বইয়ের পোকা হওয়ার বিরুদ্ধে সর্তক করতেন।

এটা সুস্পষ্ট যে, যে প্রাথমিক শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন, তার দ্বারা তাঁর পক্ষে সেই বিশাল দায়িত্বাবলী পালন সম্ভব ছিল না যা তাঁর প্রতি ন্যস্ত করেছিলেন আল্লাহ্‌তাআলা। সুতরাং আল্লাহ্‌ স্বয়ং তাঁর পথপ্রদর্শক হলেন, শিক্ষক হলেন এবং তাঁকে পবিত্র কুরআনের

অর্থ ও তত্ত্ব-তাৎপর্য শিক্ষা দিলেন, শিক্ষা দিলেন আত্মার ও জীবনের রহস্যাবলী। আল্লাহ্ নিজের আলো দ্বারা তাঁর হৃদয়কে আলোকিত করলেন। এবং তাঁকে কলমের উপরে প্রভুত্ব দান করলেন। তাঁকে রচনাশৈলীর সৌন্দর্য-সাধনে, প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য সৃষ্টিতে এবং সুগভীর ভাব প্রকাশে অসাধারণ নৈপুন্য দান করলেন। তাঁকে বহু সংখ্যক অনিতিক্রান্ত প্রতিভাদীপ্ত গ্রন্থাদি রচনা করতে সাহায্য করলেন। এবং তাঁকে এমন অগণিত ভাষণদানে সহায়তা করলেন, যেগুলি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঐশ্বর্যে ভরা অফুরন্ত ভান্ডার।

তাঁর জন্মের সময়কালের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পূর্ববর্তী নবীগণ, যা তাঁদের বাণীতে এবং গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হয়েছে গুরুত্ব সহকারে। আমি এখানে মাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে চাই, যা করেছিলেন, সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)। তিনি মাহদী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন এবং তের শতাধিক বৎসর পূর্বে বলেছিলেন যে,

ان لمهدينا اٰيتين لم تكونا منذ خلق السّمٰوٰت والارض تنكسف القمر لاوّل ليلةٍ من رمضان و تنكسف الشمسُ فى النّصف منه ولم تكونا منذ خلق السّمٰوٰت والارض۔

(*দারা কুতুনি, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৮, সংকলনকারী- হযরত আলী বিন উমর বিন আহমদ আল্ দারা কুতুনি, প্রকাশক- মতবুয়া আনসারী*)

মুহাম্মদ রসূল উল্লাহ্ (সাঃ) এই ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে বেশ কতিপয় ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হওয়ার দাবী করবে। কিন্তু, তাদের মধ্য থেকে মাত্র একজনই

হবেন সত্য মাহদী। তিনি হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এর পূর্ণ অনুসারী হবেন। তাঁর দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে প্রকাশিত হবে দু'টি অসাধারণ স্বর্গীয় নিদর্শন। এই সব নিদর্শন হবে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের যা সংঘটিত হবে একই রমজান মাসে। চন্দ্র গ্রহণ হবে চন্দ্র গ্রহণ লাগার সম্ভাব্য রাত্রিগুলির প্রথম রাত্রিতে অর্থাৎ ১৩ই চান্দ্র তারিখে; এবং সূর্য গ্রহণ হবে-সূর্যে গ্রহণ লাগার সম্ভাব্য দিবসগুলির মধ্যম দিবসে অর্থাৎ ২৮শে চান্দ্র তারিখে। বছরের সবক'টি মাসের মধ্যে রমজান মাসকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং সেইসঙ্গে গ্রহণের তারিখগুলি পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে বলা, নিঃসন্দেহে এক শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী। জ্যোতিষ্কমন্ডলীতে ঘটনাবলীর এরূপ এক যুগপৎ সংঘটন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা মানবজ্ঞানের উর্ধের কথা। বস্তুতঃ, যখন সময় এলো তখন দাবীকারক আবির্ভূত হলেন এবং নিজেকে মাহদী বলে ঘোষণা করলেন। অতঃপর ঐ স্বর্গীয় নিদর্শন-দু'টি গ্রহণ-ঠিক যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, হুবহু সেইভাবেই সংঘটিত হলো।

হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণী-যা তেরশ বছর পরে সংঘটিত ঘটনার মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছিল তা প্রমাণ করে গেল যে, তাঁর ঐ বাণী ছিল ঐশীপ্রেরণালব্ধ এবং মানবীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বহির্ভূত।

ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো এভাবেঃ

১৮৩৫ সালে যে শিশুর জন্ম হয়েছিল, বড় হয়ে তিনি ১৮৯১ সালে নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর দাবীর স্বপক্ষে তিনি অগণিত দলীল-প্রমাণ পেশ করলেন এবং তাঁর সত্যতার সমর্থনে প্রকাশিত অসংখ্য আসমানী নিদর্শনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করলেন এবং জগতের সামনে তাঁর নিজের বহুসংখ্যক

ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করলেন, যার অনেকগুলি তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ণ হলো, কতকগুলি পরে পূর্ণ হলো এবং বাকী এখনও পূর্ণ হয়ে চলেছে। সমসাময়িক উলেমা তাঁর দাবী প্রত্যাখ্যান করলো। তারা তাদের প্রত্যাখানের একটি কারণ দর্শালো এই যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, যাতে বিশেষ এক মাসের বিশেষ বিশেষ তারিখে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হওয়ার কথা বলা আছে-তা এখনও পূর্ণ হয়নি। সুতরাং তাদের মতে, তিনি মাহদী হতে পারেন না। কিন্তু, সকল ক্ষমতার যিনি অধিপতি সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সর্বদা স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং আপনার সাধু বান্দাগণের সাথে প্রেমময় আচরণে অবিকল থাকেন। তাই তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাঁর রসূল (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ঠিক সেই নির্দিষ্ট মাসে এবং সেই নির্দিষ্ট তারিখে ১৮৯৪ সালে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়ে গেল। এবং এভাবেই সমগ্র জগতের সামনে প্রকাশিত হলো যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আল্লাহ্ই সর্বশক্তিমান এবং সবার উপরে। তিনি তাঁর এই নিদর্শন প্রকাশিত করলেন একবার নয়-দু'বার। কেননা, পরের বৎসর এই নিদর্শন পুনরায় প্রদর্শিত হলো, পশ্চিম গোলার্ধে। দুইটি গ্রহণই সংঘটিত হলো সেই নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখগুলিতেই। যেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের-পুরাতন ও নতুন জগতের-অধিবাসীবৃন্দ আল্লাহ্র অসীম গৌরব ও ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে। যেন তারা সাক্ষ্য বহন করে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতার, এবং সেইসঙ্গে তাঁর (সাঃ) আধ্যাত্মিক পুত্র মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এর সত্যতার। মহান সেই পবিত্র নবী যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঐশীজ্ঞানের ভিত্তিতে এবং মহান তাঁর সেই আধ্যাত্মিক পুত্র যার আর্বিভাবে পূর্ণ হয়েছিল সেই ভবিষ্যদ্বাণী!

রসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) পর্যন্ত বিগত তেরশ বছরের মধ্যে বেশ কতিপয় ব্যক্তি 'মাহদী' হওয়ার দাবী করেছিল। কিন্তু, চন্দ্র ও সূর্য তাদের কারো সমর্থনে সাক্ষ্য দান করেনি, একমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ব্যতীত। এই একটি মাত্র ঘটনাই, আপনাদের পক্ষে, বিষয়টি সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে এবং ঐকান্তিকভাবে বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। এবং তা যথেষ্ট হতে পারে দাবীকারকের দাবীর প্রতি অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করার জন্য-যাঁর বাণী পৌঁছাবার জন্য আজকের এই সন্ধ্যায় আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। এবং যাঁর সত্যতা ও সত্যবাদিতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে দন্ডায়মান হয়েছিল চন্দ্র এবং সূর্য।

চন্দ্র এবং সূর্য সম্বন্ধে কথা এ পর্যন্তই। এখন আমরা দৃষ্টি ফেরাবো পৃথিবীর দিকে, এবং শুনবো সে কি বলে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর আবির্ভাবের সময়কালে বস্তুজগতে এবং আধ্যাত্মিক জগতে নানা বিস্ময়কর ও অসাধারণ উত্থান-পতন এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার কথা।

প্রকৃত প্রস্তাবে, নানা প্রকারের বিপ্লব এবং প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক পরিবর্তনসমূহ মূলতঃ একই বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন মাত্রা বিশেষ, যা সূচিত হয়েছে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর আবির্ভাবে, এবং সাক্ষ্য বহন করছে তাঁরই সত্যতার স্বপক্ষে। অধিকন্ত এই সকল উত্থান ও পতন সংঘটিত হয়ে চলেছে ঠিক সেইভাবে যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন রসূলে পাক (সাঃ) এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)। এখানে আমি তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই ঃ

প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) এর কার্যকালের প্রারম্ভিক যুগে পাচ্যে

এমন কোন দেশ ছিল না, যা প্রতীচ্যের সভ্য ও শক্তিধর জাতিগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতো। পরে, ১৯০৪ সালে, তাঁর প্রতি ঐশীবাণী অবতীর্ণ করে প্রকাশ করা হয় যে, শীঘ্রই প্রাচ্য জগতে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বশক্তির উদ্ভব ঘটবে, যারা পাশ্চাত্যের প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখবে। এর অনতিপরেই জাপান রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করে এবং একটি বিশ্বশক্তিরূপে নিজের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করে।

তারপর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পতন হলে, প্রাচ্যে চীনের অভ্যুত্থান হয় একটি বৃহৎশক্তিরূপে। বিশ্বশক্তিরূপে এই দু'টি জাতির আবির্ভাব ইতিহাসের ধারাকে পরিবর্তন করে দেয় এবং কালের প্রবাহে তাদের প্রভাব ও চাপ আরও গভীরভাবে অনুভূত হতে থাকবে। এ সমস্ত ঘটনাই সংঘটিত হয়েছে ঐশী ইচ্ছায়, যা ব্যক্ত করা হয়েছিল ঐশীবাণী দ্বারা প্রতিশ্রুতি মসীহ্‌র নিকটে।

এই যুগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা সারাটা পৃথিবীকেই দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা হচ্ছে জারের পতন, তাঁর সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন এবং কমিউনিজমের জয়। রুশবিপ্লব, যা দৃশ্যতঃ ইতিহাসের গতিধারাকে পাল্টে দিয়ে গেছে, তা সংঘটিত হয়েছিল ঠিক সেইভাবে যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)। তিনি ১৯০৫ সালে ঐশীবাণীর ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, রাশিয়ার জার, তার পরিবার এবং তাদের শাসনপ্রণালী দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। একটা আশ্চর্য কাকতালীয় ব্যাপার এই যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই একটি রাজনৈতিক দলের ভিত্তি স্থাপিত হয়, যা কিনা ১২/১৩ বছর পরেই রাজতন্ত্রকে সমূলে উৎখাত করে ফেলে এবং

রাজপ্রাসাদকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। কমিউনিজমের অনিবার্য উত্থান এবং তার সম্প্রসারণ এত সুবিদিত যে, তার বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, জারতন্ত্রের উৎখাত এবং রাশিয়া ও অন্যত্র কমিউনিজমের বিজয় মানবেতিহাসের এক বিয়োগান্তক অধ্যায়, যা পাঠ করলে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে; কিন্তু তাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। এর প্রভাব থেকে কোন দেশই মুক্ত নয়, আপনাদের দেশও না। কিন্তু ঘটনা প্রবাহ যেভাবে ঘটে গেছে তাতে আমরা আদৌ বিস্মিত হইনি, বিভ্রান্ত হইনি। কেননা, ঘটনাবলীর গভীরতা, তীব্রতা, এবং গতি ও লক্ষ্য সব কিছুই বলা ছিল প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণীতে, এবং যথাসময়ে লক্ষ্য করা যাবে যে, তার সবটাই সেই ঐশী পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপায়নে বস্তুগতভাবে সহায়তা করেছিল। ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, এবং সে ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্টরূপে এবং বিশদভাবে বর্ণিত আছে যে, মসীহ্ ও মাহদীর যামানায় দুটি পরাশক্তির অভ্যুদয় ঘটবে এবং পৃথিবী দু'টি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে অন্য কোন শক্তিই চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। ঘটনাক্রমে তারা পরস্পর সংঘর্ষে এবং যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়বে, এবং এক পর্যায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

অবশ্য, এটাই একমাত্র যুদ্ধ নয় যার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আঃ)। তিনি **পাঁচটি বিশ্বজোড়া ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী** করে গেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, সেটা সহসাই পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলবে। পৃথিবী দারুণভাবে প্রকম্পিত হবে। ভ্রমনকারীরা মহাবিপদের সম্মুখীন হবে। রক্তে নদী লাল হয়ে যাবে।

যুবকরা শোকে-দুঃখে অকাল বার্ধক্যে উপনীত হবে। পাহাড়গুলো বিস্ফোরিত হবে। যুদ্ধের ত্রাস মানুষকে পাগল করে ফেলবে। এবং এটাই হবে জারের ধ্বংসের সময়। বিশ্ব-কমিউনিজমের বীজ বপিত হবে। বিশাল বিশাল নৌবহর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা হবে। বড় বড় নৌযুদ্ধ সংঘটিত হবে। বিশালায়তন সাম্রাজ্যগুলি উৎখাত হয়ে যাবে এবং শহরগুলো গোরস্থানে পরিণত হবে।

এই ধ্বংসযজ্ঞের পরে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ আরো ব্যাপক আকারে সংঘটিত হবে, যার পরিণাম হবে আরো বেশী ভয়াবহ আরো বেশী মারাত্মক। যার ফলে, পৃথিবীর মানচিত্র পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং জাতিসমূহের ভাগ্য নতুন করে নির্ধারিত হবে। কমিউনিজম একটি বিশ্বশক্তিরূপে অভ্যুত্থিত হবে, এবং প্রভুত্ব ঘটাতে শুরু করবে। বিশাল বিশাল অঞ্চল পতিত হবে তার কবলে।

বলা বাহুল্য, এর সব কিছুই ঘটে গেছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে। পূর্ব ইউরোপের বহু দেশ এবং চীনের ৭০ কোটি মানুষ কমিউনিষ্ট হয়ে গেছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার উন্নয়নকামী জাতিগুলি কমিউনিজমের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে। পৃথিবী দুইটি বিরুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। উভয়ে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে মানবজাতিকে মৃত্যু ও ধ্বংসের জলন্ত জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরো ব্যাপকতর ও বৃহত্তর আকারে একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে। দুইটি বিরুদ্ধ শিবির এমন সহসাই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়বে যে, উভয় পক্ষই হতভম্ব হয়ে যাবে। আকাশ

থেকে মৃত্যু ও ধ্বংসের বর্ষণ হবে; ধরণীকে লেলিহান অগ্নিশিখা বেষ্টন করে ফেলবে। আধুনিক সভ্যতার বিশাল অবয়ব ধরাশায়ী হবে। কমিউনিষ্ট ও তার বিরোধী-গোষ্ঠী উভয়ে এই প্রক্রিয়াতে ধ্বংস হয়ে যাবে। একদিকে রাশিয়া ও তার অনুগত রাষ্ট্রগুলো, অপরদিকে আমেরিকা ও তার মিত্রশক্তিবর্গ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। তাদের ক্ষমতা ভেঙ্গে পড়বে। তাদের সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের সকল পদ্ধতি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। যারা বেঁচে যাবে তারা এই বিয়োগান্তক অবস্থায় আতংকে বিহ্বল ও বিমূঢ় হয়ে যাবে।

এই বিপর্যয় থেকে রাশিয়া পাশ্চাত্যের দেশগুলো অপেক্ষা দ্রুত সামলিয়ে উঠবে। ভবিষ্যদ্বাণী থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, রাশিয়ার জনগণ শীঘ্র শীঘ্র বিপদ কাটিয়ে উঠবে এবং সংখ্যায় দ্রুতগতিতে বহুগুণ বৃদ্ধিলাভ করবে। তারা সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুগত হবে এবং ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র রসূল (সাঃ)কে গ্রহণ করবে। যে জাতি আল্লাহ্ তাআলার নামকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে চায় এবং তাঁকে আসমান থেকেও তাড়িয়ে দিতে চায়, তারা তাদের ক্রিয়াকলাপের অর্বাচীনতা ও নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করতে পারবে; এবং অবশেষে তারা আল্লাহ্‌র নিকটে আত্মসমর্পন করবে, এবং তাঁর তৌহিদ বা একত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হবে।

আপনারা এটাকে কল্পনা মনে করতে পারেন। কিন্তু, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যারা বেঁচে যাবে তারা আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। এগুলি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কথা; এগুলি পূর্ণ হবেই। তাঁর ডিক্রী রদ করে, এমন সাধ্য কারো নেই।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে ইসলামের বিজয় সূচিত হবে।

দলে দলে মানুষ ইসলামের সত্যতা গ্রহণ করবে। মানুষ উপলব্ধি করবে যে, ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাণীর মাধ্যমেই মানবজাতির পরিত্রান লাভ সম্ভব।

এই সকল ঘটনা মানবেতিহাসের পরিবর্তনসূচক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। প্রাচ্যের দিকচক্রবালে বিশ্বশক্তিরূপে প্রথমে জাপান এবং পরে চীনের অভ্যুত্থান; জার-শাসিত রাশিয়ার সামগ্রিক উৎসাদন, কমিউনিজমের জয় এবং তার বিশ্বজোড়া ক্রমবর্ধমান প্রভাবে; প্রথম মহাযুদ্ধ-যার পরিণতিতে পৃথিবীর মানচিত্রে পরিবর্তন ঘটেছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যার দরুন পৃথিবীব্যাপি ভয়ংকর সব বৈপ্লবিক উত্থানপতন সংঘটিত হয়েছিল, কোনটাই কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না। এবং সেগুলো সব সংঘটিত হয়েছিল যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) তাঁর কর্তব্য সম্পাদিত করে আল্লাহ্ তাআলার রহমতের আশ্রয়ে চলে গেছেন ১৯০৮ সালের ২৬শে মে তারিখে। তার বহুপূর্বেই এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী বহুল আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং এটা সুনিশ্চিত যে, ইসলামের চূড়ান্ত ও সার্বজনীন বিজয় সম্পর্কিত ঐশীবাণী ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের প্রত্যেকটি পূর্ণ হবে যথা সময়ে কেননা, এগুলো একই সূত্রে গাঁথা শৃংখলের বিভিন্ন কড়া।

ইসলামের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যণসমূহ ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। সেগুলো এখন সুস্পষ্ট না হলেও সহজেই চিহ্নিত করা যায়। ইসলামের সূর্য পরিণামে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতাসহ উদিত হবে এবং সারা জগত উদ্ভাসিত করবে। কিন্তু, তার পূর্বে পৃথিবীকে আরো একটি যুদ্ধ এক রক্তস্নান অতিক্রম করতে হবে, যা মানবজাতিকে দুর্বল ও নমিত এবং শোধিত করে যাবে।

কিন্তু, ভদ্র মহোদয়গণ! একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীও অন্যান্য অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর মতই এক সতর্কবাণী, যার পূর্ণ হওয়া বিলম্বিত হতে পারে কিংবা তা এড়ানো যেতে পারে; যদি মানুষ তার স্রষ্টার দিকে মুখ ফেরায়, অনুতাপ করে এবং স্বীয় ক্রিয়াকলাপ ও আচরনের সংশোধন করে। মানুষ এখনও আল্লাহ্‌র গযব থেকে বাঁচতে পারে যদি সে সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদারূপী মিথ্যা দেবতাগুলোর উপাসনা পরিত্যাগ করে এবং তার স্রষ্টার সাথে সত্যিকার সম্বন্ধ স্থাপন করে, এবং সকল প্রকারের সীমালংঘন থেকে নিবৃত হয়, এবং খোদাতা'লা ও মানুষের প্রতি তার যে কর্তব্য তা পালন করে এবং সত্যিকারের মানবকল্যাণের কাজে ব্রতী হয়, এ সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে আজকের দুনিয়ার ঐ সকল জাতির উপরে যারা সম্পদ, ক্ষমতা এবং মর্যাদার মদে মাতাল হয়ে উঠেছে। তারা কি তাদের এই মদমত্ততা পরিহার করতে প্রস্তুত? তারা কি আধ্যাত্মিক শান্তি ও সুখের প্রত্যাশী? যদি না হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র গযব অবতীর্ণ হতে বাধ্য। যদি তারা তাদের অসৎ ক্রিয়াকলাপ ও আচরণ পরিত্যাগ না করে এবং তাদের ঔদ্ধত্যে অটল থাকে, তাহলে কোন শক্তি এবং কোন মিথ্যা দেবতা তাদেরকে প্রতিশ্রুত শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।

সুতরাং আপনারা আপনাদের নিজেদের প্রতি এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততির প্রতি সদয় হউন। পরম দয়াময় চিরকরুণাময় প্রভুর ডাকে সাড়া দিন। তিনি কৃপাভরে আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, এবং আপনাদেরকে সত্য গ্রহণ করার এবং তা থেকে ফায়দা অর্জন করার শক্তি ও সুযোগ দান করুন!

এখন আমি আর একটি কথা বলবঃ

রসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মহান আধ্যাত্মিক পুত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এর জন্য নির্ধারিত ছিল যে, তার মাধ্যমে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংঘটিত হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, তার আবির্ভাবের সময় ইসলামী দুনিয়া এক দারুণ অসহায় ও অধঃপতিত অবস্থার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছিল। তখন মুসলমানরা ছিল দরিদ্র এবং অজ্ঞ-অশিক্ষিত। তারা শিল্প-কারখানায় ছিল পশ্চাদপদ। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ-উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হস্তচ্যুত হয়েছিল। তারা পৃথিবীর কোথাও সত্যিকার অর্থে স্বাধীন ছিল না। তদুপরি তারা নৈতিকতার দিক থেকে দেউলিয়া ও দারুন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এমনকি, তারা পুনর্জাগরিত হয়ে দুনিয়ার অন্যান্য জিন্দা জাতিগুলির সাথে যোগদানের ইচ্ছা পর্যন্ত খুইয়ে বসেছিল। ইসলামের উপরে আক্রমণ চলছিল চতুর্দিক থেকে। কিন্তু, এমন কেউ ছিল না যে, সেই আক্রমণ প্রতিহত করে। খৃষ্টধর্ম ছিল তার দুষমনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল ও কর্ম তৎপর। খৃষ্টান পাদ্রীরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাত্নক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সাহায্যার্থে সাগ্রহে প্রস্তুত থাকতো সমস্ত খৃষ্টান সম্পদ ও রাজশক্তিসমূহ। তাদের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল ইসলাম। খৃষ্টধর্ম তার বিজয় সম্পর্কে এত বেশি আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল যে প্রচারকারীরা বিজয়ের উল্লাসে ঘোষণা করেছিলঃ

(১) আফ্রিকা মহাদেশ তাদের করতলগত ;
(২) ভারতে মুসলমান বলতে কেউ থাকবে না ;
(৩) মক্কায় খৃষ্টধর্মের পতাকা উত্তোলনের দিন সমাগত।

এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ছিলেন

একা, মাত্র মুষ্টিমেয় কপর্দকশূন্য মুসলমান ছিলেন তাঁর সাথে। তাঁর না ছিল জনবল, না ধনবল, না রাজনৈতিক সমর্থন। তবে, যিনি সকলের প্রভু ও মালিক তিনিই ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী এবং তিনিই তাঁকে নিয়োজিত করেছিলেন গোটা জগতের সামনে এই কথা ঘোষণা করতে যে, ইসলামের পুনরুজ্জীবনের দিন সমাগত এবং সেদিন দূরে নয়, যেদিন অন্য সকল ধর্মের উপরে ইসলাম বিজয়ী হবে তার আধ্যাত্মিক শক্তির বলে।

আর কিছু বলার আগে, এর কিছু ব্যাখ্যা দান প্রয়োজন। ইসলাম শিক্ষা দান করে, এবং আমরা মুসলমানরা সততার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, যীশু খৃষ্ট ছিলেন আল্লাহ্‌র একজন পূণ্যবান নবী এবং তাঁর মাতা ছিলেন সতীত্বের আদর্শ। পবিত্র কুরআনে উভয়ে উল্লেখিত হয়েছেন শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্ররূপে। বস্তুতঃ কুরআন করীমে মরিয়মকে উল্লেখ করা হয়েছে পবিত্রতার প্রতীকরূপে এবং যেখানে তার কথা বর্ণিত হয়েছে বাইবেলের চাইতে অধিকতর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে। তবে, চার্চ যে তাদের উপরে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছে, তার বিরুদ্ধে অতি কঠোর নিন্দাবাদ উচ্চারণ করেছে আল কুরআন। এ বিষয়টি এবং চার্চ কর্তৃক রসূলে পাক (সাঃ)কে গ্রহণ করতে অস্বীকার করার বিষয়টি এই দু'টি হচ্ছে চার্চীয় খৃষ্টধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী দু'টি সুস্পষ্ট সীমারেখা।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) বলেছেনঃ

"আমি বরাবর গভীরভাবে এই চিন্তা করে আসছি যে, আমাদের এবং চার্চীয় খৃষ্টধর্মের মধ্যে কি করে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। আমার হৃদয়ের রক্তক্ষরণ হয় এই কারণে যে, অসত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করে মৃতের উপাসনা করা হচ্ছে। এর চাইতে হৃদয়বিদারক,

আর কী হতে পারে যে, একজন দুর্বল ও নিরীহ মানুষকে পূজা করা হচ্ছে খোদারূপে এবং এক মুষ্ঠি ধুলিকে ঘোষণা করা হচ্ছে সকল জগতের অধিপতিরূপে। আমি দুঃখে মারা যেতাম অনেক পূর্বেই, যদি না খোদাতাআলা, যিনি আমার প্রভু এবং মালিক, আমাকে এই শান্ত্বনা দিতেন যে, পরিশেষে তৌহিদ বা খোদার একত্বই বিজয়ী হবে। মিথ্যা উপাস্যগুলির প্রতি আরোপিত ঈশ্বরত্ব মুছে ফেলা হবে। খোদার মাতারূপে মরিয়মের উপাসনার দিন তিরোহিত হবে এবং তাঁর পুত্রের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কিত মতবাদের মৃত্যু ঘটবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ (কুরআনে) বলেছেনঃ 'আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহলে মরিয়ম ও তার পুত্র যীশু এবং পৃথিবীতে যত অধিবাসী আছে সকলের মৃত্যু হবে।' - (৫ঃ১৮-অনুবাদক)। এখন তিনি ইচ্ছা করেছেন যে, তাদের উভয়ের মিথ্যা ঈশ্বরত্ব মৃত্যুর কবলে পতিত হোক। সুতরাং, দুই-ঈশ্বরত্ব; অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। কেউ তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। তাদের সাথে সেই প্রবৃত্তিগুলোরও মৃত্যু ঘটবে, যেগুলো মিথ্যা উপাস্যের সামনে মাথা নত করতে প্ররোচনা দেয়। এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী হবে। সেদিন নিকটে যেদিন সত্যের সূর্য পাশ্চাত্যে উদিত হবে। এবং ইউরোপ সত্য খোদার পরিচয় লাভে সমর্থ হবে। অতঃপর তওবার দরজা (অনুতাপের দুয়ার) বন্ধ হবে। কেননা, যাদের প্রবেশ করার ইচ্ছা ছিল, তারা সাগ্রহে প্রবেশ করে যাবে। কেবল তারাই বাইরে পড়ে থাকবে যাদের হৃদয় মোহরাবন্ধ হয়ে গেছে প্রকৃতির দ্বারা। তারা আলো ভালবাসে না, ভালবাসে অন্ধাকার। সকল ধর্মই বিলুপ্ত হবে ইসলাম ব্যতীত ; এবং সকল অস্ত্রই ভেঙ্গে যাবে ইসলামের স্বর্গীয় অস্ত্র ব্যতীত-যা ভাঙ্গবে না, ভোঁতা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা অন্ধকারের সকল শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। সময় অতি নিকটে যখন, আল্লাহ্‌র তৌহিদ-যা ধর্মসম্বন্ধে আদৌ অজ্ঞ মরুবাসীরাও হৃদয়ে অনুভব করে-সর্বত্র ছড়িয়ে যাবে। সেদিন না কোন মিথ্যা প্রায়শ্চিত

টিকে থাকবে, না কোন মিথ্যা ঈশ্বর। ঐশীহস্তের এক আঘাতেই অধর্মের যাবতীয় কর্মকান্ড নস্যাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু তা কোন তরবারি, কোন বন্দুকের দ্বারা হবে না, হবে কিছু সংখ্যক আত্মাকে ঐশী আলোকে আলোকিত করার মাধ্যমে এবং পবিত্র হৃদয়গুলিকে ঐশী আলোর সম্পাতে উদ্ভাসিত করার মাধ্যমে। তবেই তোমরা বুঝতে পারবে, যা আমি বলছি।" -(তবলীগে-রেসালাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৮-৯)।

এই সব ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হওয়ার পরে ধর্ম জগতের সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধিত হয়েছে। বিশাল আফ্রিকা মহাদেশ খৃষ্টধর্মে যোগদানের পরিবর্তে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হচ্ছে। ভারতে খৃষ্টান পাদ্রীরা আহমদী অনভিজ্ঞ ছেলেদের সাথেও মোকাবেলা করতে ভয় পায়। মক্কায় খৃষ্টধর্মের পতাকা উত্তোলনের সাধ অপূর্ণ রয়ে গেছে, এবং তা চিরকাল অপূর্ণই থেকে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

ইসলামের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ হওয়ার লক্ষণসমূহ দিনে দিনে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। আমি কিছুক্ষণ পূর্বে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা করে এসেছি। যে যুদ্ধের পর ইসলাম পুনরায় তার পূর্ণ গৌরব নিয়ে আবির্ভূত হবে এবং এটাও উল্লেখ করে এসেছি যে, এই বিপর্যয়ও এড়ানো যেতে পারে যদি সত্যিকার ভাবে অনুতাপ করা হয় এবং যদি ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক পথ চলা হয়। এখন এটা আপনাদের ইচ্ছা, আপনারা চাইলে নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে নিঃসংশয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সত্য সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজেরা বাঁচতে পারেন এবং নিজেদের সন্তানদেরকে বাঁচাতে পারেন। নতুবা, যে পথ আল্লাহ্‌ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় সেই পথে চলে নিজেদেরকে এবং নিজেদের বংশধরদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারেন। আল্লাহ্‌র প্রেরিত এ সতর্ককারী আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)

এর নামে আপনাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। আমার প্রার্থনা এই যে, খোদাতা'লা আপনাদেরকে কর্তব্য পালনের শক্তি ও সাহস দান করুন। আমি সেই ঐশী সতর্ককারীর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করছিঃ

"স্মরণ রেখো! খোদা আমাকে বহু ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং নিশ্চিত জেনে নাও, ভূমিকম্প আমেরিকা ও ইউরোপকে যেভাবে প্রকম্পিত করেছে, সেভাবেই এশিয়াকেও প্রকম্পিত করবে। সেগুলির কতকটা হবে কেয়ামত (প্রলয়) সদৃশ। এত অসংখ্য লোক মারা যাবে যে, রক্তের নদী প্রবাহিত হবে। এমন কি পশুপক্ষীও এই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না। এমন ধ্বংসলীলা সংঘটিত হবে, যা মানুষের সৃষ্টি হওয়া অবদি কোনদিন ঘটেনি। জনপদগুলি এমনভাবে বিরান হয়ে যাবে যে, মনে হবে যেন কোনদিন কেউ সেখানে বসবাস করেনি। সেই সঙ্গে আরও এমন বহু ভয়ংকর দুর্যোগ দেখা দেবে যা আসমান থেকে এবং যমীন থেকে আপতিত হবে এবং তা হতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিটি বিবেকবান মানুষের কাছে প্রতিভাত হয় যে, এগুলির গতি-প্রকৃতি অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ও অসাধারণ। বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থাবলীতে এগুলির কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। তখন মানুস দুঃখে শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়বে; মানুষ বিচলিত হবে যে, পৃথিবীতে একী হতে চললো! অনেকে ধ্বংস হয়ে যাবে, অনেকে রক্ষা পাবে।

সেই সব দিন এসে গেছে। বস্তুতঃ আমি তা নিকটেই দেখতে পাচ্ছি, যেদিন পৃথিবী এক ভীতিপূর্ণ দৃশ্য অবলোকন করবে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, আরও বহুবিধ ভয়াবহ দুর্যোগ মানুষের উপরে পতিত হবে, কিছু আসমান থেকে কিছু যমীন থেকে। এবং তা এ জন্যই হবে

যে, মানবজাতি তার সকল হৃদয়বোধ, সমস্ত শক্তি-সামর্থ এবং যাবতীয় ইচ্ছা-আকাংখা নিয়ে দুনিয়াদারীতে সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যদি আমি না আসতাম, তাহলে সম্ভবতঃ এই সব দুঃখদুর্দশা আসতে কিছু বিলম্ব ঘটতো। কিন্তু, আমার আগমনের সাথে সাথে রুদ্র খোদার গোপন উদ্দেশ্যাবলী যা এতদিন অপ্রকাশিত ছিল- প্রকাশিত হয়ে গেছে। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

(অর্থাৎ- 'আমরা সতর্ককারী রসূল প্রেরণ না করে কখনই শাস্তি অবতীর্ণ করি না।' 17ঃ16-অনুবাদক)।

যারা অনুতাপ করবে-তওবা করবে-তারা নিরাপত্তা লাভ করবে এবং যারা দুর্যোগ পতিত হওয়ার পূর্বেই ভীতিগ্রস্ত হবে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। আপনারা কি মনে করেছেন যে, আপনারা এই সব দুর্যোগ-দুর্বিপাক থেকে রেহাই পাবেন? অথবা আপনারা কি আপনাদের কোন কলা-কৌশলের মাধ্যমে তা থেকে বাঁচতে পারবেন? নিশ্চয় না। সেদিন যাবতীয় মানবীয় পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। মনে করবেন না যে, আমেরিকা ও অন্যান্য মহাদেশে ভূমিকম্প এসেছে, কিন্তু আপনাদের দেশ নিরাপদে থাকবে। বস্তুতঃ আপনারা অধিকতর দুঃখকষ্ঠে নিপতিত হতে পারেন।

হে ইউরোপ! তুমি নিরাপদ নও। এবং হে এশিয়া! তুমিও বিপদমুক্ত নও এবং হে দ্বীপ সমূহের অধিবাসীগণ! কোন মিথ্যা বা লৌকিক ঈশ্বর তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি শহরগুলির পতন হচ্ছে, এবং জনপদগুলি বিরান হয়ে যাচ্ছে। সেই এক ও অদ্বিতীয়' খোদা এতকাল নীরব ছিলেন। যত সমস্ত পাপকর্ম

তাঁর চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তিনি কিছুই বলেননি। কিন্তু এবার তিনি তাঁর গরিমাময় রুদ্র চেহারা প্রদর্শন করবেন। যার কান আছে, সে শুনুক যে, সেই সময় আর দূরে নেই। আমি সকলকেই আল্লাহ্ আশ্রয়ের ছায়াতলে আনবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু, যা নির্ধারিত, যা লিখিত, তা অবশ্যই ঘটবে।

আমি সত্য সত্যই বলছি যে, এদেশেরও পালা ঘনিয়ে এসেছে। এবং তা দ্রুত ধাবিত হয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি পুনরায় তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে। লুতের যুগের নগরগুলি যেভাবে দুর্যোগে কবলিত হয়েছিল সেই দৃশ্য তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। কিন্তু, খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপ কর, তওবা কর, যেন, তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয়। যে খোদাকে ভয় করে না সে মৃত, সে জীবিত নয়।' (হকীকাতুল ওহী, পৃঃ ২৫৬-২৫৭)

আমাদের শেষ কথাঃ- আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন ।